প্রতিযোগিতামূলক বাজারসমূহ (Competitive Markets)

৪

এই ইউনিটে প্রতিযোগিতামূলক বাজারসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। ইউনিটটির প্রথম পাঠে রয়েছে প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানের যোগান সম্পর্কিত আলোচনা। প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের যোগান সম্পর্কে বলা হয়েছে দ্বিতীয় পাঠে। তৃতীয় পাঠ থেকে জানা যাবে প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতিতে দক্ষতা ও সুষম বন্টন সম্পর্কে।

এই পৃষ্ঠা খালি থাকবে

ইউনিট-৪

পাঠ- ১: প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানের যোগান
(SUPPLY OF COMPETITIVE FIRM)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাজার কাঠামো ও পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠান কিভাবে ভারসাম্যে পৌছাঁয়, তা দেখাতে পারবেন
- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানের যোগান রেখা কিভাবে নির্ধারিত হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

তৃতীয় ইউনিটে আমরা দেখেছি প্রতিষ্ঠানের উপকরণ ব্যবহারের সিদ্ধান্তের ফলে কিভাবে খরচ রেখার আকৃতি নির্ধারিত হয়। এও দেখেছি, প্রতিষ্ঠান সাধারণত উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে কিভাবে সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠানের আচরণের নিয়মে মৌলিক কিছু থাকলেও উৎপাদন সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত অনেকাংশেই নির্ভর করে বাজার কাঠামোর ওপর। এই পাঠে আমরা দেখব, বাজার কাঠামো বলতে কী বোঝায়, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার কী এবং এ ধরনের বাজারে প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য কিভাবে হয়। এই বিশ্লেষণের ফলে আমরা দেখতে পাব প্রতিষ্ঠানের যোগান রেখা কিভাবে পাওয়া যায়।

বাজার কাঠামো

দৈনন্দিন ব্যবহারে বাজার বলতে সাধারণত বিশেষ কোন স্থানকে বোঝান হয়, যেখানে বিভিন্ন বা কোন একটি দ্রব্যের বেচাকেনা হয়। কিন্তু বাজার শব্দটির এই ব্যবহার ছাড়াও অর্থনীতিবিদরা একে আরও ব্যাপক ও কিছুটা বিমূর্ত অর্থেও ব্যবহার করেন। এই বইতে যখন বাজার শব্দটি ব্যবহার করা হয়, তখন বোঝান হয়, কোন একটি বিশেষ দ্রব্য বেচাকেনার জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যেকার ব্যবস্থা। এই অর্থে একটি বিশেষ দ্রব্যের বেচাকেনার পরিমাণ ও দামকে যেসকল ক্রেতা ও বিক্রেতার সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করে, তাদের সমষ্টিই বাজার। তাহলে অনেক দূরে অবস্থিত হয়েও একটি পণ্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা একই বাজারের অংশ হতে পারেন। আবার নিউ মার্কেটের সামনে কাঁচা বাজারটি এই অর্থে বাজার নয়, কারণ সেখানে একটি নয়, অনেকগুলো বিভিন্ন ধরনের দ্রব্যের বেচাকেনা হয়।

> বাজার হচ্ছে কোন একটি বিশেষ দ্রব্য বেচাকেনার জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যেকার

প্রতিষ্ঠানের (বিক্রেতার) সংখ্যা, উৎপাদিত দ্রব্যগুলো একই ধরনের নাকি তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে এবং নতুন প্রতিষ্ঠানের বাজারে প্রবেশের সুযোগ আছে কিনা - মূলত: এই তিনটি মানদন্ডের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের বাজার কাঠামো চিহ্নিত করা হয়। আমরা যদি কল্পনা করতে পারি যে, কাঠামো অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের বাজার এক সারিতে পাশাপাশি সাজানো আছে, তাহলে এই সারির এক প্রান্তে থাকবে পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজার (Pefectly competitive market) এবং বিপরীত প্রান্তে থাকবে একচেটিয়া বাজার (Monopoly)। মাঝামাঝি অবস্থায় থাকবে একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা (Monopolistic competition) এবং অলিগোপলি (Oligopoly)। নিচে বিষয়টি দেখানো হল:

> পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার এমন এক ধরনের বাজার যেখানে বহু প্রতিষ্ঠান একই ধরনের (সমজাতীয়) দ্রব্য উৎপাদন করে এবং নতুন প্রতিষ্ঠান প্রবেশে কোন বাধা নেই।

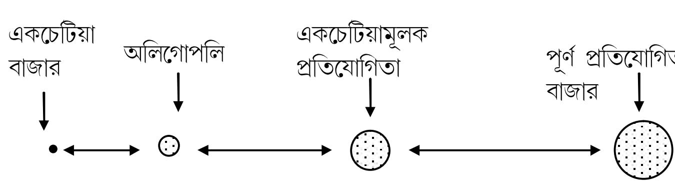

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার এমন এক ধরনের বাজার যেখানে বহু প্রতিষ্ঠান একই ধরনের (সমজাতীয়) দ্রব্য উৎপাদন করে এবং নতুন প্রতিষ্ঠান প্রবেশে কোন বাধা নেই। পূর্ণ একচেটিয়া

বাজার এমন এক বাজার যেখানে একটি মাত্র দ্রব্য উৎপাদিত হয় যার কোন নিকটতম বিকল্প নেই এবং এই বিশেষ দ্রব্যটির একজনমাত্র উৎপাদক আছে, সুতরাং দ্রব্যটি অনন্য এবং সে বাজারে নতুন প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ খুবই কঠিন। বাস্তবে এই দুই চরম ধরনের বাজার খুঁজে পাওয়া কঠিন, তবে আমাদের দেশে উৎপাদিত কৃষি-দ্রব্যগুলোর (আলু, শাক-সবজি, ফলমূল) বাজার প্রায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক। বাংলাদেশ রেলওয়েকে রেলপরিবহণের ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারীর উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে। একচেটিমূলক প্রতিযোগিতা এবং অলিগোপলি হচ্ছে এমন ধরনের বাজার যেখানে পূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া উভয়েরই কিছু কিছু লক্ষণ পাওয়া যায়। এই ইউনিটে শুধুমাত্র পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ইউনিট-৫ -এ আপনি অন্যান্য বাজার কাঠামো সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে জানতে পারবেন।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের নিম্নোক্ত চারটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছেঃ

১। ***বহুসংখ্যক অংশগ্রহণকারীঃ*** পূর্ণ প্রতিযোগিতায় এত বেশী ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে যে, কোন একক অংশগ্রহণকারীই আলাদাভাবে দামকে প্রভাবিত করতে পারে না। সবার সম্মিলিত আচরণের ফলেই বাজারে দাম নির্ধারিত হয়। বিক্রেতারা জোট বেঁধে দাম ঠিক করে দিতে চাইলে পূর্ণ প্রতিযোগিতা খর্ব হয় এবং এই নির্ধারিত দামকে ক্রেতা ও বিক্রেতা সবাই মেনে নিতে হয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা সবাই Price taker এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

২। ***সমজাতীয় দ্রব্যঃ*** সব বিক্রেতার দ্রব্যই একই রকম। সুতরাং ক্রেতাদের জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম অপ্রাসঙ্গিক।

৩। ***প্রবেশ ও প্রস্থানের সুযোগঃ*** এই ধরনের বাজারে সহজেই নতুন উৎপাদক (মুনাফা দেখলে) প্রবেশ করতে পারে এবং যে-কোন উৎপাদক চাইলেই (লোকসানের কারণে) বাজার ছেড়ে যেতে পারে।

৪। ***পূর্ণ তথ্যঃ*** প্রতিটি ক্রেতা ও বিক্রেতাই বাজারের দ্রব্য এবং দাম সম্পর্কে সকল তথ্য রাখেন। একটু মনযোগ দিয়ে উপরের চারটি বৈশিষ্ট্য পড়ে থাকলে নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পেরেছেন যে, বাস্তবে পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজার খুঁজে পাওয়া কঠিন তথাপিও এই বাজার সম্পর্কে ধারণা লাভ

করা খুব দরকার। কারণ তাত্ত্বিকভাবে, বাজার ব্যবস্থার এটিই আদর্শ রূপ। এই ধরনের বাজার কিভাবে কাজ করে তা জানতে পারলে আমরা একটি বাজার অর্থনীতি সম্পর্কে ভাল জ্ঞান লাভ করতে পারি।

পূর্ণপ্রতিযোগিতায় একটি প্রতিষ্ঠান একা দামকে প্রভবিত করতে পারে না। এজন্যই এই পাঠে প্রতিষ্ঠানের যোগান আলাদাভাবে দেখা হয়েছে। একটি বাজারে সব প্রতিষ্ঠানের সমষ্টিই শিল্প। শিল্পের যোগান আলোচিত হবে পরের পাঠটিতে। যেহেতু প্রতিষ্ঠান এখানে দামকে প্রভাবিত করেনা, তাই নিশ্চয় প্রতিষ্ঠানের চাহিদা রেখার কোন আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। যেহেতু প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের পরিমাণ যতই বাড়িয়ে দিক বা কমিয়ে দিক, দাম ঠিকই থাকে সেহেতু প্রতিষ্ঠানের চাহিদা রেখা অনুভূমিক হয়। চিত্র ৪.১ -এ পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রতিষ্ঠানের চাহিদা রেখা দেখান হয়েছে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানের চাহিদা রেখা

চিত্র ৪.১ - পূর্ণ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানের চাহিদারেখা

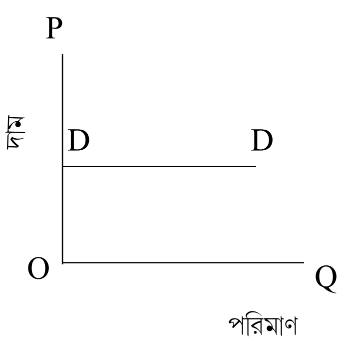

আমরা জানি যে, প্রতিষ্ঠানের মোট ও প্রান্তিক আয় তার চাহিদা রেখার ওপর নির্ভর করে। সুতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানের চাহিদা রেখা একটু অন্য রকমের বলে নিশ্চয় তার ভারসাম্যও অন্যরকম হবে। লক্ষ্য করুন, তৃতীয় ইউনিটের শেষ পাঠে প্রতিষ্ঠানের আচরণ ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা যে চাহিদা রেখাটি দেখেছি, সেটি নিম্নগামী। এখানে অবশ্য চাহিদা রেখাটি অনুভূমিক। এখন তাহলে আমরা দেখতে পারি, স্বল্পমেয়াদে প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য কিভাবে হয়।

স্বল্পমেয়াদে প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য

আমরা জানি যে, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের সেই স্তরেই ভারসাম্যে থাকে, যেখানে তার মুনাফা সর্বোচ্চ। আমরা তৃতীয় ইউনিটের তৃতীয় পাঠে দেখেছি যে, মুনাফা সর্বাধিকরণের শর্ত হচ্ছে MC = MR ।এই শর্তটি সব ধরনের মুনাফা সর্বাধিকারী প্রতিষ্ঠানের জন্যই প্রযোজ্য। প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বড় পার্থক্যটি হচ্ছে যে, তার চাহিদা রেখা অনুভূমিক। যেহেতু প্রতিষ্ঠানের জন্য দাম স্থির, তাই এক একক উৎপাদন বাড়ালে যে পরিমাণ আয় বাড়বে সেটি ঠিক দামের সমান। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, প্রান্তিক আয় (MR) দাম (P) -র সমান। কাজেই যেহেতু প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানের চাহিদা রেখাটিই তার দাম বা AR রেখা, সেহেতু ঐ একই রেখাটি তার MRকেও নির্দেশ করছে। তাহলে মুনাফা সর্বাধিকরণের শর্তটি MC = MR -এর জায়গায় লেখা যায় MC = P। এটিই প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের শর্ত।

প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের শর্তঃ
MC=P=MR

চিত্র ৪.২ - প্রতিযোগিতামূলক
প্রতিষ্ঠানের স্বল্পমেয়াদী ভারসাম্য

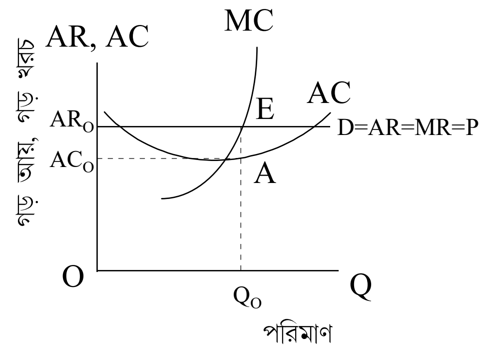

চিত্র ৪.২ -এ দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিষ্ঠানের চাহিদা বা দাম রেখাটিই তার MR রেখা। এই P রেখাটির সঙ্গে MC রেখার ছেদবিন্দু E -তেই ভারসাম্য হবে। সেই অনুযায়ী ভারসাম্য উৎপাদন হবে Q_o এবং গড় আয় হবে AR_o। কিন্তু গড় খরচ বের করতে হলে AC রেখাটি আঁকতে হবে। আমরা তৃতীয় ইউনিটের প্রথম পাঠে AC রেখার আকৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। Q_o বরাবর AC রেখার A বিন্দুটিই গড় খরচ AC_o নির্ধারণ করে। তাহলে AR_o এবং AC_o -এর মধ্যে কার দূরত্বটি একক প্রতি মুনাফা নির্দেশ করছে আর AR_o এবং AC_o -এর মধ্যেকার আয়তক্ষেত্রটি ($=AR_o$ E A AC_o) মোট মুনাফা নির্দেশ করে।

পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রতিষ্ঠান যে সবসময় মুনাফা পাবে, এমন কোন কথা নেই। খরচের স্তরটি AC রেখা দিয়ে নির্ধারিত হয়ে যায়। কিন্তু আয় কত হবে তা নির্ভর করছে দাম বা চাহিদা রেখাটির ওপর। তাই চাহিদা রেখাটি যদি এমন ভাবে নিচে নামে যে, AR_o , AC_o -এর চেয়ে কম হয়ে যায়, তাহলে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা না হয়ে লোকসানই হবে। চিত্র ৪.৩ -এ বাজারে দাম কমে যাওয়াতে AR_o, AC_o -এর নিচে নেমে গেছে। তাই AR_o এবং AC_o -এর মধ্যেকার আয়তক্ষেত্রটি ($=AC_o$ S T AR_o) প্রতিষ্ঠনের মোট লোকসান নির্দেশ করছে।

চিত্র ৪.৩ - প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানের লোকসান

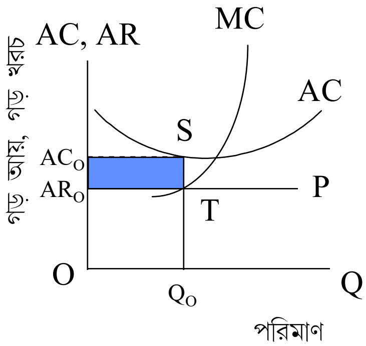

আমরা তাহলে দেখলাম যে, প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানের যেমন মুনাফা হতে পারে, তেমনি আবার লোকসানও হতে পারে। লাভ-লোকসানের ব্যাপারটা নির্ভর করছে বাজারে নির্ধারিত দামের ওপর। দাম কমার ফলে লোকসান হতে পারে, তথাপিও $MC = P$ স্তরে প্রতিষ্ঠান সীমিত সময়ের জন্য উৎপাদন চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু নিশ্চয় দাম অনির্দিষ্টভাবে কমতে থাকলে প্রতিষ্ঠান লোকসান দিয়ে অনন্তকালের জন্য উৎপাদন চালিয়ে যেতে পারে না। যেই স্তরের নিচে নামলে প্রতিষ্ঠান উৎপাদন বন্ধ করে দেয় সেটিকে বলা হয় ***শাট্‌ডাউন বিন্দু (Shutdown point)***। চলুন এখন শাট্‌ডাউন বিন্দু সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জেনে নিই।

শাট্‌ডাউন বিন্দু

আমরা তৃতীয় ইউনিটের প্রথম পাঠে দেখেছি যে, প্রতিষ্ঠান উৎপাদন বন্ধ রাখলেও তাকে যে খরচটি বহন করতে হয় তাকে বলা হয় ***স্থির খরচ (Fixed cost)***। আর প্রতিষ্ঠান উৎপাদন বাড়ালে খরচের যেই অংশটি বাড়ে সেটি তার ***পরিবর্তনশীল খরচ (Variable cost)***। যেহেতু স্থির খরচ উৎপাদনের ওপর নির্ভর করছে না, তাই স্বল্পমেয়াদে প্রতিষ্ঠান তার আয় দিয়ে কমপক্ষে পরিবর্তনশীল খরচটি উঠিয়ে আনার চেষ্টা করবে। (কেন?) কারণ উৎপাদক যদি তার পরিবর্তনশীল খরচটাও না উঠিয়ে আনতে পারে তাহলে উৎপাদন চালিয়ে যাওয়াটা হবে অযৌক্তিক। তখন উৎপাদন বন্ধ করে দিয়ে অন্ততঃপক্ষে ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা হলেও কমানো সম্ভব। কেননা উৎপাদন বন্ধ রাখলে তাকে শুধুমাত্র স্থির খরচ বহন করতে হবে। আর উৎপাদন চালু রাখলে তাকে বহন করতে হবে স্থির খরচ ও পরিবর্তনশীল খরচের যে অংশটি উঠিয়ে আনা যাচ্ছেনা। তাহা চিত্র ৪.৪ -এ দেখা যাচ্ছে যে, গড় পরিবর্তনশীল খরচ (Average Variable cost, AVC) রেখার নিম্নতম বিন্দুই প্রতিষ্ঠানের শাট্‌ডাউন বিন্দু হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে।

> গড় পরিবর্তনশীল খরচ রেখার নিম্নতম বিন্দুই প্রতিষ্ঠানের শাট্‌ডাউন বিন্দু।

চিত্র ৪.৪ - প্রতিষ্ঠানের শাট্‌ডাউন বিন্দু

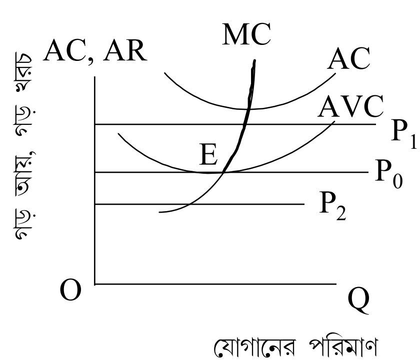

P_1 দামস্তরটি AC রেখার নিচে। তাই এ দামে প্রতিষ্ঠানের লোকসান হবে। কিন্তু এ সত্ত্বেও উৎপাদন চলবে, কারণ উৎপাদন বন্ধ করে দিলে পুরো স্থির খরচটাই লোকসান হিসেবে থেকে যাবে। আর এখন অন্তত: VC -র তুলনায় আয় কিছুটা বেশি হচ্ছে। সেই অর্থে FC -এর একটা অংশ হলেও উঠে আসছে। তবে P_2 দামস্তরে প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করবে না, কারণ তখন তার FC এর সমপরিমাণ লোকসান তো বহন করতেই হবে, এমনকি এই দামে তার VC -ও উঠে আসার কোন আশা নেই। তাই AVC রেখার নিম্নতম বিন্দুই প্রতিষ্ঠানটির শাটডাউন স্তর। দাম এই বিন্দুর নিচে নেমে গেলেই প্রতিষ্ঠান উৎপাদন বন্ধ করে দেবে। উৎপাদন চালু রাখা এবং বন্ধ করে দেয়ার এই বিশ্লেষণটি থেকে প্রতিষ্ঠানের যোগান রেখাও পাওয়া যায়। তাহলে চলুন একটু দেখি, প্রতিষ্ঠানের যোগান রেখা কোনটি।

প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানের যোগান রেখা

স্বল্প মেয়াদে MC রেখার যেই অংশটি AVC রেখার ওপরে, সেটিই প্রতিষ্ঠানের যোগান রেখা।

আমরা দেখেছি যে, AVC রেখাটির নিচে প্রতিষ্ঠান কোন উৎপাদনই করবে না। চিত্র ৪.৪ -এ লম্ব অক্ষ বরাবর AVC -র ওপরে বিভিন্ন দামের স্তর ধরে নিলে, অনুভূমিক অক্ষে MC বরাবর সেই দামগুলোতে বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদন বা যোগান পাই। তাহলে বলা যায় যে, স্বল্পমেয়াদে MC রেখার যেই অংশটি AVC রেখার ওপরে, সেটিই প্রতিষ্ঠানের যোগান রেখা।
আমরা জানি যে, দীর্ঘমেয়াদে প্রতিষ্ঠানের সব খরচই পরিবর্তনশীল হয়ে যায়; স্থির খরচ বলতে বিন্দুই থাকে না। তাই দীর্ঘমেয়াদে MC রেখার যেই অংশটি AC রেখার ওপরে, সেটিই প্রতিষ্ঠানের যোগান রেখা।

এই পাঠে আমরা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য এবং যোগান রেখার বিশ্লেষণ করলাম। পরবর্তী পাঠে আমরা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে শিল্পের ভারসাম্য ও যোগান রেখার বিশ্লেষণ করব।

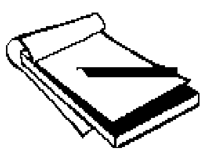

অনুশীলন
আপনি একটি ফার্মের কথা চিন্তা করুন এবং এর প্রান্তিক খরচরেখা আঁকুন। অতঃপর বিভিন্ন দামে ফার্মটির ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণসমূহ বের করুন ও লিখুন।

পর্যালোচনার জন্য কিছু ধারণা

বাজার কাঠামো	পূর্ণ প্রতিযোগিতা
প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য	শাটডাউন বিন্দু
প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানের যোগান রেখা।	

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। বাজার কাকে বলে?

২। বাজারের কাঠামো কয় প্রকার হতে পারে?

৩। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

৪। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠান
   ক) দাম নির্ধারণ করে
   খ) দামকে প্রভাবিত করতে পারে না
   গ) চাহিদা নির্ধারণ করে
   ঘ) দাম দ্বারা প্রভাবিত হয়না

৫। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানের
   ক) যোগান রেখা অনুভূমিক
   খ) যোগান রেখা লম্ব
   গ) চাহিদা রেখা অনুভূমিক
   ঘ) চাহিদা রেখা লম্ব

৬। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানের
   ক) $D = AR = MR = P$
   খ) $S = AC = MC = P$
   গ) $TC = TR$
   ঘ) $AC = AR$

৭। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানের লাভ ও লোকসান কিভাবে নির্ধারিত হয় তা আলোচনা করুন।

৮। প্রতিষ্ঠানের শাটডাউন বিন্দু
   ক) TVC রেখার নিম্নতম বিন্দু
   খ) AC রেখার নিম্নতম বিন্দু
   গ) AFC রেখার নিম্নতম বিন্দু
   ঘ) AVC রেখার নিম্নতম বিন্দু

৯। প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানের স্বল্প মেয়াদি যোগান রেখা তার
   ক) MC রেখা
   খ) AC রেখার ওপরে MC রেখার অংশ
   গ) AVC রেখার ওপরে MC রেখার অংশ

ঘ) দাম রেখার ওপরে MC রেখার অংশ

পাঠ-২: প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের যোগান
(SUPPLY OF COMPETITIVE INDUSTRY)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- প্রতিষ্ঠানের যোগান রেখা থেকে শিল্পের যোগান রেখা বের করতে পারবেন
- স্বল্পমেয়াদে শিল্পের ভারসাম্য দেখাতে পারবেন
- দীর্ঘমেয়াদে শিল্পের ভারসাম্য দেখাতে পারবেন।

ভূমিকা

এর আগের পাঠটিতে আমরা দেখেছি একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান (Firm) বা উৎপাদক কিভাবে ভারসাম্যে পৌঁছায় এবং তার যোগান রেখা কিভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় ইউনিটে আমরা জেনেছি যে, বাজারে দ্রব্যের পরিমাণ ও দাম নির্ধারণ হয় বাজারের চাহিদা এবং বাজারের যোগানের দ্বারা। মূলত: বাজারে একটি দ্রব্যের মোট যোগানই হচ্ছে শিল্পের যোগান। তাহলে আমাদের জানা দরকার বাজারের মোট যোগান বা শিল্পের যোগান রেখা কিভাবে পাওয়া যায়। এজন্যই এই পাঠে আমরা দেখব শিল্পের যোগান রেখা কিভাবে পাওয়া যায় এবং শিল্প কিভাবে ভারসাম্যে পৌছায়।

প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের স্বল্পমেয়াদী যোগান রেখা

একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বল্পমেয়াদ ও দীর্ঘমেয়াদ কাকে বলা হয় তা আমরা ইউনিট-৩ এর পাঠ-১ থেকে জেনেছি। শিল্পে দীর্ঘমেয়াদ ও স্বল্পমেয়াদের মাপকাঠি অবশ্য ভিন্ন। একটি শিল্পে যেই সময়ের মধ্যে নতুন প্রতিষ্ঠানের প্রবেশের সুযোগ নেই সেটি শিল্পের স্বল্পমেয়াদ। যে সময়ে নতুন প্রতিষ্ঠান শিল্পে প্রবেশের সুযোগ পায় তাকে বলা হয় দীর্ঘমেয়াদ। ঢাকার বর্তমান জুতা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যদি প্রচুর মুনাফা করতে থাকে, তাহলে নিশ্চয় নতুন নতুন উদ্যোক্তাও চাইবেন জুতার কারখানা তৈরি করে লাভ করতে। কিন্তু এরা তো আর রাতারাতি জুতার কারখানা তৈরি করতে পারবেন না। এঁদের ঢাকার সুবিধাজনক এলাকায় কারখানার জন্য ঘর ভাড়া করতে হবে, কারিগর নিয়োগ করতে হবে। এসব কিছু করতে বেশ সময় লাগতে পারে। যে সময়টির মধ্যে নতুন প্রতিষ্ঠান জুতা শিল্পে প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছে না, সেই সময়টি জুতা শিল্পের স্বল্পমেয়াদ। আর যে সময়টিতে জুতা শিল্পে নতুন প্রতিষ্ঠানও ঢুকতে পারছে, সেটি এই শিল্পের দীর্ঘমেয়াদ।

> প্রতিষ্ঠানের যোগান রেখাগুলোকে অনুভূমিকভাবে যোগ করলে শিল্পের যোগান রেখা পাওয়া যায়।

বিভিন্ন দামে জুতা শিল্পের সবগুলো প্রতিষ্ঠান মিলে যে-পরিমাণ জুতা যোগান দিতে আগ্রহী, সেটি নির্দেশ করে এমন একটি রেখাই জুতা শিল্পের যোগান রেখা। ৪০০ টাকা দামে যদি একেকটি প্রতিষ্ঠান মাসে ১০০০ জোড়া জুতার যোগান দেয় এবং শিল্পে যদি ১০০০ টি প্রতিষ্ঠান থাকে,

চিত্র ৪.৫ - প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের যোগান রেখা

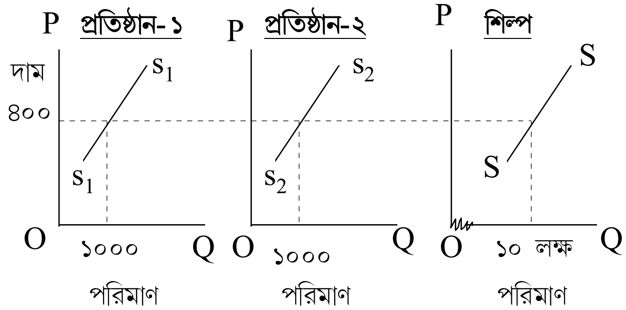

তাহলে জুতা শিল্পে ৪০০ টাকায় যোগানের পরিমাণ দাঁড়াবে (১০০০ $\times$ ১০০০ =) ১০ লক্ষ জোড়া। এভাবে বিভিন্ন দামে শিল্পের সব প্রতিষ্ঠানের যোগানের পরিমাণ যোগ করে লেখচিত্রে বসালে শিল্পের যোগান রেখা পাওয়া যায়। চিত্র ৪.৫ -এ এই পদ্ধতিতেই অনুভূমিকভাবে যোগ করে প্রতিষ্ঠানের যোগান রেখা থেকে শিল্পের যোগান রেখা পাওয়া গেছে। স্মরণ করে দেখুন, ঠিক এভাবেই আমরা দ্বিতীয় ইউনিটে ভোক্তার চাহিদা রেখা থেকে বাজার চাহিদা রেখা বের করেছিলাম। চিত্রে s_1s_1 ও $s_2 s_2$ হচ্ছে যথক্রমে প্রতিষ্ঠান -১ ও প্রতিষ্ঠান -২ এর যোগান রেখা। এরকম সবগুলো প্রতিষ্ঠানের যোগরেখাগুলোকে অনুভূমিকভাবে যোগ করে পাওয়া যায় শিল্পের যোগানরেখা SS $(=\Sigma s_i s_i)$ এখানে i = ১,২,..........,১০০০ পর্যন্ত। লক্ষ্য করুন যে, *প্রতিষ্ঠানের যোগান রেখার মত শিল্পের যোগান রেখাও ডানদিকে উর্ধগামী।* প্রতিষ্ঠানের উর্ধগামী প্রান্তিক খরচ রেখার কারণেই শিল্পের যোগান রেখা উর্ধগামী। এখন চলুন যোগানের স্থিতিস্থাপকতা মাপার উপায়টি দেখা যাক্।

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা

দ্বিতীয় ইউনিটে আমরা দেখেছি যে, দামের পরিবর্তনের ফলে পরিমাণের পরিবর্তনের মাত্রাকে স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়। সেই হিসেবে দামের শতাংশিক পরিবর্তনের ফলে যোগানের পরিমানের যে শতাংশিক পরিবর্তন হয় তাকে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলা যায়। তাকে নিম্নরূপে লেখা যায়:

$$\text{যোগানের স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{যোগানের শতাংশিক পরিবর্তন}}{\text{দামের শতাংশিক পরিবর্তন}}$$

চাহিদা রেখার মতই, খাড়া আকৃতির যোগান রেখা সমতল যোগান রেখার চেয়ে বেশী অস্থিতিস্থাপক। যোগানের স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার, কারণ বাস্তব কোন সমস্যা যোগান ও চাহিদা রেখার মাধ্যমে তুলে ধরতে চাইলে স্থিতিস্থাপকতার মান অনুযায়ী যোগান রেখার আকৃতি হওয়া উচিত। রেখাগুলোর আকৃতির ওপর অনেকাংশেই সমস্যাটির ব্যাখ্যা নির্ভর করে। এখন আমরা দেখব স্বল্পমেয়াদে শিল্প কিভাবে ভারসাম্যে পৌছায়।

স্বল্পমেয়াদে শিল্পের ভারসাম্য

দ্বিতীয় ইউনিটে আমরা দেখেছি চাহিদা ও যোগান রেখার সাহায্যে কিভাবে বাজারের ভারসাম্য দেখানো যায়। আমাদের উদাহরণে ঢাকার জুতা শিল্পের জন্য যে যোগান রেখাটি পেয়েছি, তার সঙ্গে জুতার বাজার চাহিদা রেখার ছেদবিন্দুতে সহজেই আমরা এই শিল্পের স্বল্পমেয়াদী ভারসাম্য দেখাতে পারি। চিত্র ৪.৬ -এ তা-ই দেখান হয়েছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, দাম ভারসাম্য দামের ওপরে উঠলে বাড়তি যোগান বা উদ্বৃত্ত থেকে যায়, তাই দাম কমে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দিবে। ভারসাম্য দামের নিচে দাম নেমে গেলে আবার বাড়তি চাহিদা বা ঘাটতি সৃষ্টি হয়, তাই তখন দাম বাড়ার প্রবণতা দেখাদিবে। এই ওঠানামার মাধ্যমে দাম তার ভারসাম্য মানের কাছাকাছি এসে স্থির হবে। এভাবে স্বল্পমেয়াদে শিল্পের ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ ঠিক হয়।

চিত্র ৪.৬ - শিল্পের স্বল্পমেয়াদী ভারসাম্য

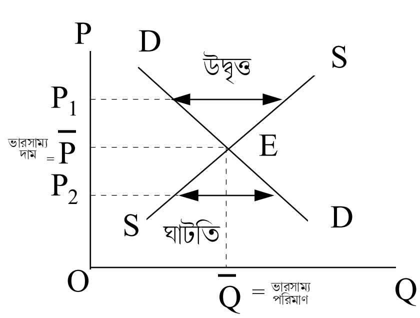

চিত্র ৪.৬ এ দেখা যাচ্ছে যে, ভারসাম্য দাম $\bar{P}$ ও ভারসাম্য পরিমাণ হচ্ছে $\bar{Q}$। P_1 দামে বাজারে উদ্বৃত্ত দেখা যাচ্ছে, তাই দাম P_1 থেকে কমে $\bar{P}$ এর দিকে আসবে, আবার P_2 দামে বাজারে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে, তাই দাম P_2 থেকে বেড়ে $\bar{P}$ -এর দিকে যাবে। একপর্যায়ে দাম $\bar{P}$ -এ নির্ধারিত হবে। $\bar{P}$ -ই হচ্ছে শিল্পের ভারসাম্য দাম এবং শিল্পের ভারসাম্য পরিমাণ হচ্ছে $\bar{Q}$। E বিন্দুটি হচ্ছে শিল্পের ভারসাম্য বিন্দু। কেননা E বিন্দুতে শিল্পের যোগান ও চাহিদা সমান। এখানে কোন উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি নাই।

দীর্ঘমেয়াদে শিল্পের ভারসাম্য

আমরা আগেই দেখেছি যে, দীর্ঘমেয়াদে নতুন প্রতিষ্ঠানের শিল্পে প্রবেশের সুযোগ থাকে। যেহেতু প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হচ্ছে, যত বেশী সম্ভব মুনাফা অর্জন করা, সেহেতু যতক্ষণ শিল্পে মুনাফা পাওয়া যাবে, ততক্ষণ সেখানে নতুন প্রতিষ্ঠান ঢুকতে থাকবে। এক পর্যায়ে অনেক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে মুনাফা আর হবে না। তখন আর নতুন প্রতিষ্ঠানও শিল্পে ঢুকবে না। তাই দীর্ঘ মেয়াদে শিল্পে মুনাফা থাকে না। চিত্র ৪.৭ -এ দেখানো হল দীর্ঘমেয়াদে নতুন প্রতিষ্ঠানের প্রবেশের ফলে যোগান রেখা কিভাবে ডানদিকে সরে যায়। এর ফলে ভারসাম্য পরিমাণ বেড়ে যায় এবং দাম কমে যায়। এটাই স্বাভাবিক, কারণ নতুন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের কারণে শিল্পে জুতা উৎপাদনের পরিমাণ বেশী হয়ে যায়, তাতে যোগানের পরিমাণ চাহিদার চেয়ে বেশী হয়, ফলে দাম কমে যায়।

চিত্র ৪.৭ - দীর্ঘ মেয়াদে শিল্পের ভারসাম্য পরিবর্তন

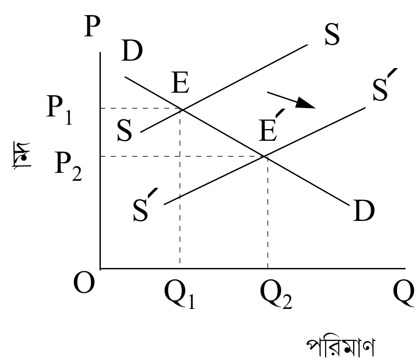

চিত্র ৪.৭ এ SS হচ্ছে শিল্পের প্রাথমিক যোগানরেখা। P_1 ও Q_1 হচ্ছে শিল্পের প্রাথমিক ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ। নতুন প্রতিষ্ঠান প্রবেশের ফলে শিল্পের যোগানরেখা ডানদিকে সরে S'S' হয়েছে। ফলে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ পরিবর্তিত হয়ে P_2 ও Q_2 হয়েছে।

আমরা দেখলাম যে, দীর্ঘমেয়াদে শিল্পে নতুন প্রতিষ্ঠান যোগ দেয়াতে বাজারে দাম কমে যায়। কিন্তু আমরা আগের পাঠটিতে দেখেছি যে, বাজারের দাম প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যকে প্রভাবিত করে। তাহলে দাম এভাবে কমে যাওয়াতে প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদনে কী পরিবর্তন হয় তা দেখা দরকার। চিত্র ৪.৮ -এ শিল্পের ভারসাম্যের পরিবর্তনের ফলে প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যে যে পরিবর্তন হয় তা দেখান হয়েছে। আমরা জানি যে, দাম (বা চাহিদা) রেখা ও প্রান্তিক খরচ (MC) রেখার ছেদবিন্দুতে প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য হয়। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, দাম কমে যাওয়াতে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যও বদলে যায়। দাম কমে যাওয়াতে প্রতিষ্ঠান উৎপাদন কমিয়ে দেয়। কিন্তু যতক্ষণ দাম রেখা গড় খরচ রেখা AC -র নিম্নতম বিন্দুর ওপরে থাকছে, ততক্ষণ প্রতিষ্ঠান মুনাফা পাচ্ছে, যদিও কম পরিমাণে। আবার যতক্ষণ প্রতিষ্ঠান মুনাফা পেতে থাকবে ততক্ষণ নতুন প্রতিষ্ঠানও শিল্পে ঢুকবে। তাই নতুন প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ না থামা পর্যন্ত শিল্প দীর্ঘমেয়াদে ভারসাম্যে পৌঁছবে না।

চিত্র ৪.৮ - প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠান ও প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের ভারসাম্যের পরিবর্তন

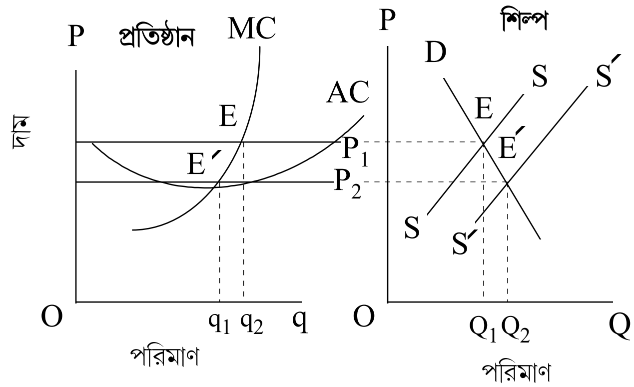

চিত্র ৪.৮ -এ দেখা যাচ্ছে যে শিল্প ভারসাম্যের পরিবর্তন হওয়াতে প্রতিটি প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানেরও ভারসাম্যের পরিবর্তন হয়েছে। কম দামে প্রতিষ্ঠান উৎপাদন কমিয়ে দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু দাম রেখা AC রেখার নিম্নতম বিন্দুর ওপরে থাকাতে মুনাফাও হচ্ছে। এভাবে মুনাফা হতে থাকলে শিল্পে আরও নতুন প্রতিষ্ঠান ঢুকবে এবং শিল্পের যোগান রেখা আরও ডানদিকে সরে গিয়ে ভারসাম্যে আবারও পরিবর্তন ঘটাবে। চিত্র ৪.৯ -এ দেখান হয়েছে দীর্ঘ মেয়াদে শিল্পের এবং প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য কি রকম হয়।

চিত্র ৪.৯: দীর্ঘমেয়াদে প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের ভারসাম্য

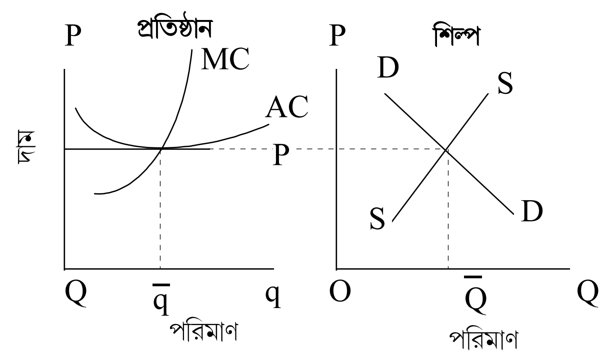

চিত্র ৪.৯ এ দেখা যাচ্ছে যে, যোগান রেখা এতটা ডানদিকে সরে গেছে যে দাম কমতে কমতে একেবারে AC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে এসে ঠেকেছে। প্রতিষ্ঠানের এই ভারসাম্যে কোন অর্থনৈতিক মুনাফাই নেই, কারণ গড় খরচ AC ও দাম P সমান। এর ফলে আর কোন নতুন প্রতিষ্ঠানও শিল্পে ঢুকবে না এবং শিল্প দীর্ঘমেয়াদী ভারসাম্যে থাকবে। দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদী ভারসাম্যের শর্ত হচ্ছে, $P = MC = AC$ ।

আমরা তাহলে দেখলাম, দীর্ঘমেয়াদে শিল্প এবং প্রতিষ্ঠান কিভাবে ভারসাম্যে পৌছায়। কিন্তু আপনার হয়ত এতক্ষণে মনে হচ্ছে যে, এই ভারসাম্যে যদি মুনাফাই না থাকে, তাহলে এই অবস্থা বুঝি বেশীক্ষণ চলতে পারে না। তাই আমাদের এখন দেখা দরকার শূন্য অর্থনৈতিক মুনাফার রহস্যটা কী।

শূন্য অর্থনৈতিক মুনাফা

> পুঁজির মালিক তাঁর পুঁজি কোন বিকল্প কাজে লাগিয়ে যে আয় করতে পারতেন সেটিই পুঁজির সুযোগ ব্যয়।

ব্যবসায়ীরা কিংবা হিসাবরক্ষকরা যেই অর্থে মুনাফা বুঝিয়ে থাকেন সেই অর্থে মুনাফা না থাকলে প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন চালিয়ে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু অর্থনীতিবিদরা মুনাফা শব্দটি একটু ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। আসলে অর্থনীতিতে যখন খরচের হিসাব করা হয়, তখন কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, শ্রম ইত্যাদি উপকরণের মত পুঁজিরও খরচ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। খরচে যেমন শ্রমের প্রাপ্য দাম, মজুরী অন্তর্ভুক্ত করা হয় তেমন পুজিরও দাম বা সুযোগ ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। প্রথম ইউনিটেই আমরা দেখেছি যে, কোন সম্পদের বিকল্প ব্যবহারই তার সুযোগ ব্যয়। পুঁজির মালিক তাঁর পুঁজি প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবহার করতে না দিয়ে কোন বিকল্প কাজে লাগিয়ে যে আয় করতে পারতেন সেটিই পুঁজির সুযোগ ব্যয়। ঢাকার জুতার কারখানার মালিক তাঁর পুঁজিটি কারখানা তৈরির কাজে না লাগিয়ে সেটি ব্যাংকে বা সঞ্চয়পত্রে খাটিয়ে যে সুদ পেতেন সেটিই তাঁর পুঁজির সুযোগ ব্যয়। আসলে মালিক বাইরে না খাটিয়ে জুতা কারখানায় পুঁজি ব্যবহার করাতে এর সুযোগ ব্যয়টি ত্যাগ করতে হয়েছে। এজন্যই এটি খরচের মধ্যে ধরতে হয়।

> পুঁজির সুযোগে ব্যয়ের অতিরিক্ত নীট আয়কে অর্থনৈতিক মুনাফা বলা হয়।

দীর্ঘমেয়াদে যখন গড় খরচ দামের সমান হয়, তখন প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক মুনাফা না পেলেও তাঁর খরচ উঠে আসে। খরচের সঙ্গে তাঁর পুঁজির সুযোগ ব্যয়টিও উঠে আসে। সুতরাং মালিক টাকাটা বাইরে খাটিয়ে যা আয় করতে পারতেন, অন্তত: ততটুকু আয় তাঁর তখনও হয়। অর্থনৈতিক মুনাফা বলতে পুঁজির সুযোগ ব্যয়ের অতিরিক্ত নীট আয়কে বোঝান হয়। স্বল্পমেয়াদে প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থনৈতিক মুনাফা পায়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে প্রতিযোগিতার কারণে এই অর্থনৈতিক মুনাফা শূন্য হয়ে যায়। একথাটি শুধুমাত্র সেই বাজারের জন্যই খাটে, যেখানে পূর্ণ অর্থে প্রতিযোগিতা আছে। সেরকম অবস্থায়, অর্থনীতির সবগুলো শিল্পেই সমান হারে সুযোগ ব্যয়ের স্তরে পুঁজির ওপর আয় হয়।

এই পাঠে আমরা দেখলাম দীর্ঘমেয়াদে প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের ভারসাম্য কিভাবে হয়। পরবর্তী পাঠে আমরা প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতিতে দক্ষতা ও সুষম বন্টন সম্পর্কে জানব।

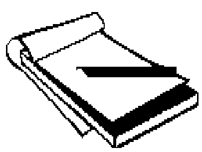

অনুশীলন

বাংলাদেশের যেকোন দুটি শিল্পের নাম লিখুন। এদের অন্তর্ভুক্ত ২টি করে ফার্মের নাম লিখুন। ফার্মগুলোর কাল্পনিক যোগানরেখা আঁকুন এবং সেগুলোকে ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট শিল্পের যোগানরেখা আঁকুন।

পর্যালোচনার জন্য কিছু ধারণা

শিল্পের যোগান রেখা	যোগানের স্থিতিস্থাপকতা
শিল্পের স্বল্প মেয়াদ	শিল্পের দীর্ঘমেয়াদ
দীর্ঘ মেয়াদে শিল্পের ভারসাম্য	শূন্য অর্থনৈতিক মুনাফা
পুঁজির সুযোগ ব্যয়।	

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। শিল্পের দীর্ঘমেয়াদ বলতে কী বোঝায়?

২। প্রতিষ্ঠানের যোগান রেখা থেকে শিল্পের যোগান রেখা কিভাবে পাওয়া যায় তা চিত্রের সাহায্যে দেখান।

৩। যোগানের স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করুন।

৪। স্বল্প মেয়াদে প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের ভারসাম্য কিভাবে হয় তা ব্যাখ্যা করুন।

৫। দীর্ঘমেয়াদে প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের ভারসাম্য কিভাবে হয় তা ব্যাখ্যা করুন।

৬। সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন:
প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদী ভারসাম্য শর্ত

ক) $P = AR = MR = MC$
খ) $P = AC$
গ) $P = MC = AC$
ঘ) ক, খ, গ এর কোনটিই নয়

৭। শূন্য অর্থনৈতিক মুনাফা হয়

ক) স্বল্পমেয়াদে
খ) মন্দার কারণে
গ) অদক্ষতার কারণে
ঘ) দীর্ঘমেয়াদে

৮। সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন

ক) পুঁজির সুযোগ ব্যয়ের অতিরিক্ত আয়ই অর্থনৈতিক মুনাফা
খ) পুঁজির সুযোগ ব্যয়ই অর্থনৈতিক মুনাফা
গ) খরচে অন্তর্ভুক্ত ব্যয়ই অর্থনৈতিক মুনাফা
ঘ) দীর্ঘমেয়াদে গড় খরচই অর্থনৈতিক মুনাফা

পাঠ-৩: প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতিতে দক্ষতা ও সুষম বন্টন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- অর্থনৈতিক দক্ষতা কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি কেন দক্ষ হয় তা দেখাতে পারবেন
- বাজার অর্থনীতিতে বন্টন সুষম হয় কিনা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন।

ভূমিকা

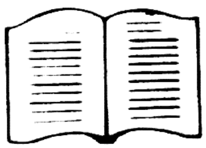

এই ইউনিটের প্রথম দুটো পাঠে আমরা দেখলাম প্রতিযোগিতামূলক বাজার কী এবং সেখানে প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কিভাবে আচরণ করে। প্রথম ইউনিটেই আমরা জেনেছি অর্থনীতির মৌলিক সমস্যাটি কী। বিভিন্ন ধরনের অর্থনীতিতে সমস্যাটির সমাধান বিভিন্নভাবে করা হয় এটাও জেনেছি। এখন তাহলে আমরা দেখতে পারি যে, বাজার অর্থনীতিতে সম্পদ ব্যবহারের পদ্ধতিটি দক্ষ কিনা এবং তাতে বন্টন সুষম হয় কিনা। এই পাঠের আলোচ্য বিষয় প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতিতে দক্ষতা ও সুষম বন্টন।

প্রতিযোগিতামূলক বাজারের দক্ষতা

দক্ষ ব্যবস্থায়, উৎপাদনের পুনর্গঠনের মাধ্যমে অন্য কারও অবস্থার অবনতি না-ঘটিয়ে কারও উন্নতি করা সম্ভব নয়।

কোন অর্থনীতিতে বিদ্যমান প্রযুক্তির ভিত্তিতে সীমিত সম্পদ দিয়ে যে ব্যবস্থায় ভোক্তারা সর্বাধিক পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ভোগ করতে পারেন, সে ব্যবস্থাই দক্ষ। দক্ষ ব্যবস্থায়, উৎপাদনের পুনর্গঠনের মাধ্যমে অন্য কারও অবস্থার অবনতি না-ঘটিয়ে কারও উন্নতি করা সম্ভব নয়।

আমরা জানি যে, বাজারে চাহিদা ও যোগান রেখার ছেদবিন্দুতে ভারসাম্য পরিমাণ ও দাম নির্ধারণ হয়। চিত্র ৪.১০ -এ একধরনের কাল্পনিক বাজার ভারসাম্য দেখানো হয়েছে। আমরা দ্বিতীয় ইউনিটে দেখেছি যে, ভোক্তার প্রান্তিক উপযোগের (MU) অনুসূচী থেকে তাঁর চাহিদা রেখা DD পাওয়া যায়। তাই আমরা চাহিদা রেখাটিকে MU রেখা হিসেবেও দেখতে পারি। আবার তৃতীয়

ইউনিটে দেখেছি যে, উৎপাদকের প্রান্তিক খরচ (MC) রেখাই তাঁর যোগান রেখা SS। এভাবে বিচার করলে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দক্ষতা সম্পর্কে কিছু ধারণা লাভ করা যায়।

চিত্র ৪.১০: প্রতিযোগিতামূলক বাজারের দক্ষতা

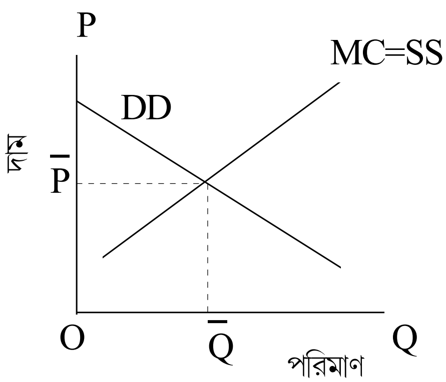

প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দক্ষতার স্তর ভোক্তার দিক থেকে, উৎপাদকের দিক থেকে এবং সমগ্র অর্থনীতির দিক থেকে বিচার করা যায়।

ভোক্তার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, ভারসাম্য বিন্দুতে তাঁর MU বাজার দাম P -এর সমান। ভোক্তার ভারসাম্যের শর্ত বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, MU = P হলে ভোক্তার সর্বাধিক তৃপ্তি নিশ্চিত হয়। অন্য কোন অবস্থায় বা বিন্দুতে এই শর্ত পূরণ হয় না। সুতরাং দেখা গেল যে, প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ভারসাম্য ভোক্তার দিক থেকে দক্ষ।

উৎপাদকের দিক থেকে বিবেচনা করলে, ভারসাম্য বিন্দু E -তে প্রান্তিক খরচ (MC) দাম (P) এর সমান। উৎপাদকের ভারসাম্য শর্ত MC = MR = P এখানে পূরণ হচ্ছে। এই বিবেচনায় প্রতিযোগিতামূলক বাজার উৎপাদনের দিক থেকেও দক্ষ। দীর্ঘমেয়াদে এই অবস্থায় উৎপাদকরা তাঁদের AC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে উৎপাদন করেন। সুতরাং এর চেয়ে কম খরচে এই পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব নয়।

সমগ্র অর্থনীতির বিবেচনায়ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নির্ধারিত ভারসাম্য অবস্থাই সবচেয়ে দক্ষ। এই অবস্থায় DD = SS = MC । অর্থাৎ, সমগ্র অর্থনীতির জন্য প্রাপ্তি ও ত্যাগ প্রান্তিক পর্যায়ে সমান। এই পর্যন্ত প্রান্তিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে আমরা যতটুকু ধারণা লাভ করেছি, তার ভিত্তিতে আর গভীর অনুসন্ধান না করেও এটা মনে করতে পারি যে, এরকম একটি অবস্থা সমগ্র অর্থনীতির জন্য কাম্য। তাই বলা যেতে পারে যে, প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সব দিক বিবেচনা করেই সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধিত হয়। এখন চলুন আমরা দেখি, এই কল্যাণ এবং দক্ষতার বিষয়টি কিভাবে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

> প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধিত হয়।

অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত

আমরা প্রথম ইউনিটেই ভোক্তার উদ্বৃত্ত ধারণাটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। ভোক্তা দ্রব্য ভোগ করে যেটুকু উপযোগ পান তা যদি দ্রব্যটির দাম থেকে বেশী হয় তাহলে দ্রব্যটির দামের অতিরিক্ত উপযোগ হচ্ছে তাঁর উদ্বৃত্ত। একইভাবে, উৎপাদক মোট খরচের অতিরিক্ত যতটুকু আয় করেন, সেটি উৎপাদকের উদ্বৃত্ত (Producer's surplus)। ভোক্তার এবং উৎপাদকের উদ্বৃত্তের যোগফলই

ভোক্তার এবং উৎপাদকের উদ্বৃত্তের যোগফলই অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত।

অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত (Economic surplus)। যেহেতু অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত ভোক্তা এবং উৎপাদক উভয়ের দিক থেকে ত্যাগের অতিরিক্ত প্রাপ্তির পরিমাণ নির্দেশ করে, তাই এটি সম্পূর্ণ অর্থনীতির দক্ষতাও নির্দেশ করে। অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত বেশী হলে বুঝতে হবে যে, সীমিত সম্পদের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার হচ্ছে।

চিত্র ৪.১০ -এ DD এর নিচে এবং দাম রেখার ওপরের ত্রিভুজটি ভোক্তার উদ্বৃত্ত দেখাচ্ছে। একইভাবে, SS রেখার ওপরে এবং দাম রেখার নিচের ত্রিভুজটি উৎপাদকের উদ্বৃত্ত। সুতরাং DD এবং SS রেখার মাঝের বড় ত্রিভুজটি অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের পরিমাণ নির্দেশ করে। E বিন্দুতে ভারসাম্য হলে এই অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের পরিমাণ সর্বোচ্চ হয়। অন্য যে-কোন বিন্দুতে ভারসাম্য হলে সমাজের ক্ষতি হয়, ফলে দক্ষতা কমে যায়। এতে বোঝা গেল যে, প্রতিযোগিতামূলক বাজারেই সর্বোচ্চ দক্ষতা পাওয়া যায়। এখন একটু দেখা দরকার, প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যে দক্ষতা লাভ করা যায়, তাতে সমাজে বন্টনমূলক বৈষম্য বাড়ে কিনা।

দক্ষতা বনাম সুষম বন্টন

এতক্ষণ আমরা দেখলাম যে, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সর্বাধিক দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু শুধু দক্ষ হলেই একটি অর্থনীতির চলে না। **'সবার উপরে মানুষ সত্য'** কথাটিকে একটু ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করলে বলা যেতে পারে যে, অর্থনীতিতে উৎপাদন যতই দক্ষ হোক সবকিছুরই উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের কল্যাণ সাধন করা। একটি অত্যন্ত দক্ষ অর্থনীতিতে অনেক লোক খুব গরীব হলে তাঁরা সেই দক্ষতার সুবিধা থেকে 'বঞ্চিত হবেন। সুতরাং বলা যায় না যে, প্রতিযোগিতা থাকলেই দক্ষতা থাকবে এবং দক্ষতা থাকলেই সমাজের সকল সদস্য একইভাবে এর সুবিধা ভোগ করবেন।

বাজার অর্থনীতিতে বন্টন অনেকাংশেই নির্ভর করে কার কী সম্পদ আছে তার উপর। যে-কোন কারণেই কেউ খুব কম সম্পদের অধিকারী হলে তিনি সমাজের মোট উৎপাদনের আনুপাতিকভাবে খুব কমই ভোগ করার সুযোগ পাবেন।

বাজার ব্যবস্থায় অনেক সম্পদ এবং প্রচুর দক্ষতা অর্জন করে সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে চরম বৈষম্য নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য কিনা এই প্রশ্নের উত্তর অর্থনীতিবিদরা দিতে পারেন না। এর কারণ হচ্ছে এই যে, অর্থনীতি একটি ইতিবাচক বিজ্ঞান। রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, ধর্মীয় পন্ডিত, নীতিনির্ধারক এবং অন্যান্যরা নির্ধারণ করেন যে, একটি সমাজে কতটুকু অর্থনৈতিক বৈষম্য গ্রহণযোগ্য। সর্বোপরি, একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণ নাগরিকরা ভোট প্রদান এবং গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে এধরনের বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে মতামত প্রদান করতে পারেন।

বাজার অর্থনীতির পক্ষে কট্টরপন্থীরা হয়ত মত দেবেন যে, বাজারের ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট বন্টনই শ্রেয়। বাজারে নৈর্ব্যক্তিক এবং নৈতিকতার প্রশ্নগুলো অবান্তর। আবার বাজার ব্যবস্থার চরম বিরোধীরা বলতে পারেন যে, সম্পদের পাহাড় এবং চূড়ান্ত দক্ষতার কোন মানে হয় না; সরকারের উচিত বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষে মানুষে সুষম বন্টন নিশ্চিত করা। মিশ্র অর্থনীতির অনেক সমর্থকই হয়ত মনে করেন যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দক্ষতা অর্জনের জন্য বাজারের ওপর নির্ভর করাই শ্রেয়, কিন্তু কিছুটা সরকারী হস্তক্ষেপের (করারোপ) মাধ্যমে চরম বৈষম্য লাঘব করা উচিত।

অর্থনীতিবিদরা এধরনের নৈতিক প্রশ্নের সরাসরি উত্তর হয়ত দিতে পারেন না, কিন্তু তাঁরা দেখাতে পারেন কোন্ ধরনের নীতি প্রয়োগ করলে তার ফলে বন্টনের ওপর কী প্রভাব হতে পারে। সুতরাং যাঁরা নৈতিক সিদ্ধান্ত দেন, তাঁদেরও অর্থনীতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। ঢাকা শহর থেকে রিকশা তুলে দেয়া উচিত কিনা এই প্রশ্নের উত্তর অর্থনীতিবিদরা দিতে পারেন না, কিন্তু রিকশা তুলে দিলে সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষের আয়ের ওপর এর কী প্রভাব পড়তে পারে সে ব্যাপারে তাঁরা একটা ধারণা দিতে পারেন।

এই পাঠে আমরা দেখলাম, পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে দক্ষতা এবং বন্টন কী ধরনের হতে পারে। বাস্তবে একেবারে পূর্ণ অর্থে প্রতিযোগিতামূলক বাজার খুজেঁ পাওয়া কষ্ট। প্রায়ই বিভিন্ন

রকমের বিকৃতি থাকে। তাই এর সুফলগুলোও হয়ত বাস্তবে সবসময় পাওয়া যায় না। কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতা একধরনের আদর্শ ব্যবস্থা। বাস্তবে অর্থনীতি যতটা এই আদর্শের কাছাকাছি হবে, এর সুফলও তত বেশী আশা করা যেতে পারে।

অনুশীলন
আমাদের দেশে ইদানিং বাজার অর্থনীতি চালু হয়েছে। এতে দক্ষতা ও বন্টনের উপর কোন্ ধরনের প্রভাব পড়বে তা লিখুন

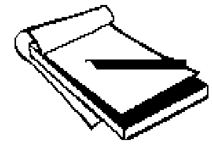

পর্যালোচনার জন্য কিছু ধারণা

দক্ষতা	প্রতিযোগিতামূলক বাজারের দক্ষতা
অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত	সুষম বন্টন

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। দক্ষতা বলতে কী বোঝায়?

২। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার কেন দক্ষ হয়, তা ব্যাখ্যা করুন।

৩। অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত কী?

৪। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কিভাবে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত সর্বোচ্চ হয় তা ব্যাখ্যা করুন।

৫। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কি সুষম বন্টন নিশ্চিত করা হয়?

৬। বাজার অর্থনীতিতে কেন অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দিতে পারে?

৭। বন্টনের ব্যাপারে অর্থনীতিবিদ কী ভূমিকা রাখতে পারেন?

৮। দক্ষ ব্যবস্থায়

- ক. উৎপাদন সর্বোচ্চ হয়
- খ. উৎপাদন সর্বনিম্ন হয
- গ. গড় খরচ সর্বোচ্চ হয়
- ঘ. কোনটিই নয়

৯। পূর্ণপ্রতিযোগিতায় সম্পদের বন্টন

- ক. সুষম হয়
- খ. অসম হয়
- গ. ক ও খ এর কোনটিই নয়
- ঘ. ক ও খ উভয়ই

১০। বন্টনের ব্যাপারে অর্থনীতিবিদরা

- ক. সিদ্ধান্ত দিতে পারেন
- খ. সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না
- গ. ক ও খ উভয়ই
- ঘ. ক ও খ কোনটিই নয়

উত্তরমালা

পাঠ- ১:

৪. খ, ৫. গ, ৬. ক, ৮. ঘ, ৯. গ,

পাঠ-২: ৬. গ, ৭. ঘ, ৮. ক,

পাঠ-৩: ৮. ক, ৯. খ, ১০. খ,